রেল বার্তা

রেল দুর্ঘটনা এড়াতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় ৩ শিশুকে পুরস্কৃত করল পূর্ব রেল

পূর্ব রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনু গোয়েল সম্ভাব্য রেল দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করায় তিন শিশুর হাতে বুধবার নগদ অর্থ ও স্কুল কিট পুরস্কার হিসেবে তুলে দিচ্ছেন।

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের হাওড়া শাখার ডিআরএম মনু গোয়েল বুধবার সম্ভাব্য রেল দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করায় কুমারী রূপা বৈদ্য, অনিল সিং এবং শুভ মণ্ডল নামে তিন স্কুল ছাত্রছাত্রীর হাতে নগদ ৩০০০ টাকা এবং স্কুলের বই ও অন্যান্য সামগ্রী পুরস্কার হিসেবে তুলে দেন। এই তিন শিশু পূর্ব রেলের ব্যান্ডেল-বর্ধমান সেকশনে সিমলাগড় ও পাণ্ডুয়া স্টেশনের মাঝে ফাটল দেখে সেটি ৩৭৭৮২ ডাউন বর্ধমান-ব্যান্ডেল লোকালের গার্ডের নজরে আনে। এজন্য তারা তাদের মায়ের লাল শাড়ির সাহায্য নেয়। ওই লাল শাড়ি উড়িয়ে গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই শিশুরা। ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়।

ট্রেনের গার্ড সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার স্টেশন ম্যানেজারকে বিষয়টি জানান। তিনি ডাউন ও আপ লাইনের সব ট্রেন থামিয়ে দেন। ট্র্যাক সুপারভাইজার এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে রেল ট্র্যাকে ফাটল দেখতে পান। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই ফাটল সারানোর পর ফের ওই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

তিন শিশুর উপস্থিত বুদ্ধি এবং তাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায় ট্রেনগুলি। রেল কর্তৃপক্ষ মনে করেন, ট্রেন চলাচল এবং তার সুরক্ষায় তিন শিশুর এই ভূমিকা সাধারণ মানুষের ট্রেন চলাচলে সুরক্ষা বজায় রাখার কাজে অত্যন্ত ইতিবাচক উদাহরণ। এই কারণে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ তিন শিশুকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই বুধবার হাওড়া শাখার ডিআরএম মনু গোয়েল ওই তিন শিশুর প্রত্যেকের হাতে ৩০০০ টাকা করে নগদ অর্থ এবং স্কুল ব্যাগ, ওয়াটার বটল, পেন্সিল বক্স, টিফিন বক্স সহ স্কুল কিট তুলে দেন। এছাড়া প্রত্যেক শিশুকে রেল মিউজিয়াম দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়। মিউজিয়ামে রাখা টয় ট্রেনে তারা যতবার খুশি চড়তে পারবে বলেও জানানো হয় শিশুদের পরিবারকে।

পূর্ব রেলের যাত্রী বহন থেকে রেকর্ড আয়

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের শহরতলির যাত্রী পরিবহণ এবং পরিবহণ বাবদ রেকর্ড আয় করল। ২০১৭'র এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় রেলের সব জোনের মধ্যে পূর্ব রেলই এ বাবদ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে। যাত্রী পরিবহণে ৩.২৬ শতাংশ এবং পরিবহণ বাবদ আয় ৪.২৮ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ২০১৬ সালে এই একই সময়ে পূর্ব রেল অতিরিক্ত যাত্রী বহন করেছিল ২.৪২ কোটি এবং আয় করেছিল ১৯.২৪ কোটি টাকা।

পূর্ব রেলের টিকিট চেকিং অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেল তার নিজস্ব সীমান্তে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ব্যাপক টিকিট চেকিং অভিযান চালায়। উপযুক্ত টিকিট ছাড়া এবং বুক না করে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ৮১, ৩৬২ যাত্রীকে চিহ্নিত করা হয়। ভাড়া ও জরিমানা বাবদ এই যাত্রীদের কাছ থেকে ১,৫৭,৬০, ৩৯৯ টাকা পাওয়া যায়।

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ টিকিটবিহীন যাত্রী ও বুক না করে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিরন্তর এই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিট সহ ট্রেন ভ্রমণের অনুরোধ করা হয়েছে।

বর্ধমান-কাটোয়া শাখায় গেজ পরিবর্তন ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সমাপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের হাওড়া শাখার বর্ধমান-কাটোয়া সেকশনের শ্রীখণ্ড এবং কাটোয়া স্টেশনের মধ্যে গেজ পরিবর্তন ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি যাত্রীদের জন্য এই পথ খুলে দেওয়া হবে। বর্ধমান থেকে কাটোয়া অর্থাৎ ৫২.১৯ কিলোমিটার পথ আগে ন্যারো গেজ সেকশন ছিল। বর্তমানে সেই গেজ পরিবর্তন করে পুরো লাইনটিকে ব্রড গেজ সেকশন করা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিকীকরণও করার কাজটি শেষ হয়েছে।

৩৫০১৭/৩৫০১৮ বর্ধমান/শ্রীখণ্ড ইএমইউ ট্রেন পরিষেবা এখন কাটোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হল। ২০১৮'র ১২ জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা পাবেন রেল যাত্রীরা। ৩৫০১৭ ট্রেনটি বর্ধমান জংশন ছাড়বে ১৪.০০ ঘণ্টায় এবং কাটোয়া জংশনে পৌঁছবে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। অন্যদিকে ৩৫০১৮ ট্রেনটি কাটোয়া জংশন ছাড়বে ১৬.০০ ঘণ্টায় এবং বর্ধমান জংশনে পৌঁছবে ১৭.৩০ ঘণ্টায়।

গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রাখুন : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : সংবাদমাধ্যমকে বাক স্বাধীনতা এবং নিজের মনোভাব প্রকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের উচিত নয়, ভুল খবর পরিবেশন করে সেই ক্ষমতার অমর্যাদা করা। এইমন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ। এই বেঞ্চের অপর সদস্যরা হলেন বিচারপতি এ এম খানউইলকর এবং বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। এক সাংবাদিক ও একটি মিডিয়া হাউসের বিরুদ্ধে অভিযোগের অমর্যাদার জন্য পাটনা হাইকোর্ট তাদের অনুকূলে যে রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়। বিভিন্ন কেলেঙ্কারি সম্পর্কে অতি উৎসাহের বশে সাংবাদিকরা অনেক সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করেন বলেও দাবি করেন অভিযোগকারী।

শৈত্যপ্রবাহে সারা দেশে মৃত ১৪৩, শুধু উত্তর প্রদেশেই ৪০

নয়াদিল্লি/লখনউ, ১০ জানুয়ারি : ঝকঝকে রোদ উঠেছে, কিন্তু শৈত্যপ্রবাহ তার চেয়েও প্রবল বেগে বইছে সারা দেশজুড়ে। আর এই শৈত্যপ্রবাহের বলি ইতিমধ্যেই ১৪৩। শুধু উত্তর প্রদেশেই গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। রাতভর কুয়াশা, আবার একেবারে সকাল থেকে কুয়াশা, উত্তর প্রদেশ সহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। দৃশ্যমানতা একেবারে কমে যাওয়ায় এক ডজনেরও বেশি ট্রেনকে বাতিল করা হয়েছে। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চলছে অস্বাভাবিক দেরিতে।

রাজধানী দিল্লি ও উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে স্কুলগুলির শীতকালীন ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জেলাশাসকের নির্দেশে লখনউতে আরও একদিন ছুটি বাড়ানো হয়েছে। লখনউতে ঘন কুয়াশার কারণে পথদুর্ঘটনায় মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। বহু জায়গাতেই দৃশ্যমানতা ১৫-২০ মিটার কমে গেছে বলে দাবি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

উত্তর প্রদেশের বরাবাঁকিতে ৬ বছরের শিশু সত্যম প্রবল ঠান্ডাতেও বাড়ির লোকের অমতে স্কুলে যাচ্ছিল। কিন্তু শৈত্যপ্রবাহের ফলে পথেই তার মৃত্যু হয় বলে দাবি করেছে বাবা-মা। সরকারি নির্দেশ সত্ত্বেও বেসরকারি স্কুলগুলি ছুটি না বাড়ানোর ফলে ছোটোমেয়েদের স্কুলে যেতে হচ্ছে। আর এর ফলেই সত্যমের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের। এছাড়া কানপুর, ফতেহপুর, কনৌজ, পিলভিট, মোরাদাবাদ, সম্বল, আমরোহা, রামপুর, হামিরপুর, আজমগড়, গাজিপুর ও বালিয়া থেকেও প্রবল ঠান্ডায় মৃত্যুর খবর এসেছে। উত্তর প্রদেশ সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গরিব মানুষ এবং পথ যাদের ঘরবাড়ি সেইসব মানুষগুলির হাতে কম্বল, জামাকাপড়, আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ তুলে দিচ্ছেন। এছাড়া রাত্রিবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা করতে গিয়েও তাদের প্রতি মুহূর্তে বাধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। যেহেতু রাজ্যে প্রবল শৈত্যপ্রবাহ চলছে, কিন্তু গরিব মানুষের থাকার জন্য আশ্রয়স্থলের অভাব রয়েছে।

আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর এই শৈত্যপ্রবাহের কথা আগাম জানিয়েছিল। বুধবার তারা জানিয়েছে, আরও বেশকিছু দিন চলবে এই আবহাওয়া। তবে সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। শৈত্যপ্রবাহ হলেও কনকনে ঠান্ডা কিছুটা কমে। লখনউ পুরসভা জানিয়েছে, প্রবল ঠান্ডায় প্রায় ৭০০ গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে। মূলত রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গরু এবং কুকুরগুলির আশ্রয় না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে মঙ্গলবার শীতলতম শহর ছিল মিরাট। সেখানে তাপমাত্রা নেমে যায় ২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। লখনউতে তাপমাত্রা ছিল ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ফের আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এখন একমাত্র পশ্চিমী ঝঞ্ঝাই শৈত্যপ্রবাহের রাশ টেনে ধরতে পারে।

এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবল কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের ফলে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হচ্ছে। বাতিল করা হয়েছে বহু ট্রেন। রাজধানী ও দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলিও গড়ে ৮-১০ ঘণ্টা দেরিতে চলাচল করছে।

জেএনইউ থেকে নিখোঁজ আরও এক ছাত্র

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : নাজিব আহমেদের পর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও এক ছাত্র নিখোঁজ হল। গত ৮ জানুয়ারি সন্ধে নাগাদ মুকুল জৈন নামে এই ছাত্রটি নিখোঁজ হয়েছে বলে তার পরিবারের লোকেরা দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ থানায় অভিযোগ করেছেন। কারণ সিসিটিভি ফুটেজে সোমবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব দিকের গেটে মুকুলকে দেখা গেছে। তারপর থেকেই সে নিখোঁজ। এখনও পর্যন্ত মুকুলের সঙ্গে কারও গোলমাল হয়েছিল কি না, বা তাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় পুলিশ।

প্রসঙ্গত, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কানহাইয়া কুমারদের নিয়ে গোলমালের পর বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জেএনইউতে তাদের শাখা খুলতে উদ্যোগী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাহী-মাণ্ডবী হস্টেলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের একদল ছাত্রের সঙ্গে নাজিবের কথা কাটাকাটি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রদের দাবি, তারা তাকে মারধরও করে। গত ২০১৬'র ১৫ অক্টোবর সে নিখোঁজ হয়।

তাকে এখনও খুঁজে পায়নি পুলিশ। নাজিবকে খোঁজার জন্য সিবিআইয়ের হাতে দায়িত্ব দিতে তার মা আদালতে মামলা করেছেন। সেই মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই রহস্যজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে নিখোঁজ হল মুকুল জৈন। মুকুলের বাড়ি গাজিয়াবাদে। মুকুল প্রতিদিন গাজিয়াবাদ থেকে জেএনইউতে আসত। কিন্তু সোমবার সে বাড়ি ফেরেনি। বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে না পেয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান।

দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের পক্ষে। কিন্তু পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি খতিয়ে দেখেও তেমন কিছু পায়নি। তবে বেলা ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। তাকে কেউ দাঁড়াতে বলেছিল কি না, অথবা সে নিজেই কাউকে আসার জন্য খবর দিয়েছিল কি না, অথবা তাকে রাজনৈতিক কারণে কেউ অপহরণ করেছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনকে ঘিরে পরিস্থিতি প্রথম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় বামপন্থী দলগুলির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর দলের ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সেখানে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করে। এই নিয়ে লড়াই শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। তার জেরেই নাজিব আহমেদকে অপহরণ করা হয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন আজও ঝুলে রয়েছে। নাজিব রহস্যের কিনারা হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে নিখোঁজ হল মুকুল জৈন।

১৯৮৪'র শিখ-বিরোধী দাঙ্গা : ১৮৬টি মামলার পুনর্তদন্তের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গায় কমপক্ষে ২৪১টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬টি মামলা কোনওরকম তদন্ত ছাড়াই 'ক্লোজ' করে দেওয়া হয়। সেই ১৮৬টি মামলার পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র জানিয়েছেন, হাইকোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তারা তিন সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দেবেন। সেই কমিটি এই মামলাগুলির পুনর্তদন্ত করবে।

প্রসঙ্গত, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) এই মামলাগুলির তদন্ত না করেই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ ১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে হত্যার পর দিল্লিতে শিখবিরোধী দাঙ্গা প্রবল আকার ধারণ করে। সারা দেশেই এই দাঙ্গা দেখা দেয়। এই দাঙ্গার কারণে পরে ২৪১টি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ, তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তদন্ত না করেই ১৮৬টি মামলা বন্ধ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে, তিন সদস্যের যে কমিটি তৈরি হবে, সেই কমিটির সদস্য কারা হবেন। সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র ছাড়াও রয়েছেন বিচারপতি এ এম খানউইলকর এবং বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। এই দুই বিচারপতি অবশ্য বলেছেন, প্রস্তাবিত কমিটির প্রধান হবেন হাইকোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারক। কমিটির অন্য দুই সদস্যের একজন হবেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, অন্যজন হবেন কর্মরত পুলিশ অফিসার। তবে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের পদমর্যাদা কোনওমতেই ডিআইজি মানের নিচে হবে না।

শীর্ষ আদালত বুধবার জানিয়েছে, ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা হত্যার পর শিখবিরোধী দাঙ্গার কারণে ২৪১টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু কোনও কারণ না দেখিয়ে ১৮৬টি মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া মামলাগুলি তদন্তযোগ্য কি না, দেখার জন্য একটি সুপারভাইজারি বডি তৈরি করে। সেই বডি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে শীর্ষ আদালতের কাছে। তাদের রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখেই বিচারপতিদের মনে হয়েছে, অন্তত ১৮৬টি মামলার ক্ষেত্রে নতুন করে তদন্ত শুরু হওয়া উচিত।

কংগ্রেস এই নির্দেশের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে বলে দাবি করেছে। তাদের আরও দাবি, প্রতিহিংসাপরায়ণ বিজেপি সরকার কার্যত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হিংসার রাজনীতি থেকেই এই তদন্ত চায়। যদিও শিখ সংগঠনগুলি বহুদিন ধরেই বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৮৬টি মামলার নতুন করে তদন্তের দাবি জানাচ্ছিল। শীর্ষ আদালতের রায়ে তারা এবার ন্যায়বিচার পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে।

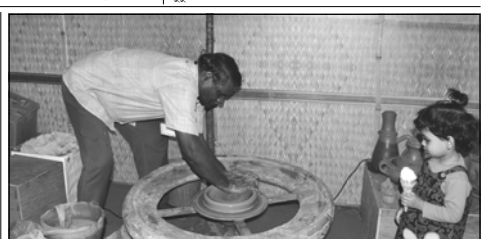

তিরুবনন্তপুরমে মৃৎশিল্পীদের এক প্রদর্শনীতে তাদের কাজ দেখছে শিশুটি।

তামিলনাড়ুতে বিধায়কদের বেতন বাড়লেও বঞ্চিত পরিবহণ কর্মীরা

চেন্নাই, ১০ জানুয়ারি : তামিলনাড়ু বিধানসভায় বুধবার বিধায়কদের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি বিল আনা হয়েছে। বিলটি যদি সভায় পাস হয়, তবে বৃহস্পতিবার থেকেই তা কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সংসদীয় কমিটি। বিলটি আনেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী। বিলটি আনার সময় ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র বহিষ্কৃত নেতা টিটিভি দিনাকরণ তীব্র বিক্ষোভ দেখান। ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন মন্তব্য করেন, 'মানুষ আমাদের দেখলে হাসবে। বেতনবৃদ্ধির দাবিতে রাজ্যের পরিবহণ কর্মীরা যখন ধর্মঘট করছেন এবং সেই ধর্মঘটের কারণে হাজার হাজার মানুষ বিপাকে পড়েছেন, তখন বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর জন্য বিল আনা হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুতে পরিবহণ কর্মীদের বেতন বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট বুধবার সপ্তম দিনে পা রাখল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সভায় জানান, সরকার ২.৪৪ গুণ বেতন বাড়িয়েছে পরিবহণ কর্মীদের। বিপুল পরিমাণ বেতন বাড়ানোর পর ফের বেতন বাড়ানোর জন্য দাবি না করতে তিনি আবেদন করেছেন পরিবহণ কর্মীদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্মঘট না করে তারা বরং কাজে ফিরুন। পরিবহণ কর্মীরা কিন্তু ২.৫৭ গুণ বেতনবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাদের মতে, কোনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হবে না। পরিবারের সদস্য, এমনকি শিশুদের নিয়েও তারা ধর্নায় বসছেন। রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত পরিবহণ কর্পোরেশনের ডিভিশনাল অফিসগুলির সামনেই এই ধর্না চলছে। ডিএমকে ও বাম দলগুলির অনুমোদিত কমবেশি ১৭টি ট্রেড ইউনিয়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহণ কর্মীদের ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধীদের তীব্র কথা কাটাকাটি হয়। মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী বিরোধী নেতা এম কে স্ট্যালিনের কথা থেকে সহযোগিতা চেয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেননি বলে বিরোধীদের অভিযোগও তিনি বাতিল করে দিয়েছেন।

কালবুর্গি হত্যার তদন্তে সিট গঠনের অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : কর্নাটকের হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট গবেষক ও এপিগ্রাফিস্ট এম এম কালবুর্গির হত্যা রহস্যের এখনও সমাধান হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট বুধবার এই হত্যার তদন্তে নিযুক্ত দুই গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ এবং সিবিআইয়ের কাছে জবাব চাইল। একইসঙ্গে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৩০ আগস্ট কর্নাটকের ধারওয়ার জেলার কল্যানগরের বাসিন্দা কালবুর্গিকে তাঁর নিজের বাড়িতে গুলি করে হত্যা করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৭। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী এই কন্নড় লেখকের মৃত্যুরহস্য উন্মোচনের জন্য তাঁর স্ত্রী উমাদেবী কালবুর্গি শীর্ষ আদালতে একটি আবেদন করেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে।

বিজেপি বা আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদীরা শান্তিভঙ্গ করলে সহ্য করা হবে না : সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও বজরং দলকে শান্তিভঙ্গ করার জন্য দায়ী করে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া অভিযোগ করেছেন, এই দলগুলিতে বহু মৌলবাদী রয়েছেন। তাঁর আরও দাবি, বিজেপি, আরএসএস এবং বজরং দল মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন। শান্তিভঙ্গ করলে সরকার কাউকেই ছাড়বে না। এসডিপিআই বা বজরং দল, কে শান্তিভঙ্গ করছে তা জানা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার এই মন্তব্য শোনার পরই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ কর্নাটক সরকারকে হিন্দুবিরোধী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর আরও দাবি, কর্নাটক হিন্দুবিরোধী খেলা খেলছে। কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে কর্নাটক সরকার। এসডিপিআই নামে ভারত বিরোধী একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ভরতপুরের শিল্পীরা এখনও বয়ে নিয়ে চলেছেন কাঁচের চুড়ি তৈরির ঐতিহ্য

ভরতপুর, ১০ জানুয়ারি : গরম কাঁচকে নিজের ইচ্ছেমতো আকার দেওয়া অবশ্যই একটি শিল্প এবং এই শিল্পকে বংশানুক্রমে বয়ে নিয়ে চলেছে রাজস্থানের ভরতপুরের কয়েকটি পরিবার। ভরতপুর বললেই আমাদের পাখিরালয়ের কথা মনে পড়ে। কিন্তু অনেকেই জানেন না, সেখানকার কাঁচের চুড়ি তৈরির যে শিল্প তা কতটা ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে। বাবলু এই চুড়ি তৈরির অন্যতম শিল্পী।

গত ৪০ বছর ধরে কাঁচের চুড়ি তৈরি করছেন বাবলু। খুব ছোট বয়সে বাবার কাছ থেকে এই শিল্পে হাতেখড়ি তার। কাঁচের চুড়ি নিয়ে চলচ্চিত্রে গান বাঁধা যেতে পারে। ঠুনকো কাঁচের চুড়ি নিয়ে আরও অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু রং-বেরংয়ের ও হরেক নকশার কাঁচের চুড়ি তৈরির প্রক্রিয়াটি খুব সহজ নয়। কাঁচকে গরম করে নির্দিষ্ট আকার দিতে শিল্পীর দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজন।

কাঁচের চুড়ি তৈরির জন্য তাই শিল্পীরা সাহায্য নেন কাচের সিলিন্ড্রিকাল একটি জিনিসের। এই জিনিসটির সাহায্যেই কাঁচকে গরম করে তারা চুড়ির আকার দেন। কাঁচ আসে ফিরোজাবাদ থেকে। ভরতপুরের অনাতম কাঁচের চুড়ি তৈরির শিল্পী বাবলুর দাবি, ৩৭ কেজি কাঁচের দাম পড়ে ১৫০০ টাকা। এই পরিমাণ কাঁচে প্রায় ১০০০ চুড়ি তৈরি হয়।

ভরতপুরে তৈরি হলে কাঁচের চুড়ি বিক্রি করেন তারা জয়পুর ও আজমেঢ়ে। জয়পুরে কালীয় দেবীর মেলার জন্য তাই বছরভর প্রতীক্ষা চলে। অন্যদিকে আজমেঢ়ে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন দরগায় চাদর দিতে। তাঁদের কাছেও বিশেষ কদর রয়েছে ভরতপুরে তৈরি এই কাঁচের চুড়ির। তবে বাবলুর পরিবার সব চুড়ি তৈরি করে শুধুমাত্র সবুজ রঙয়ের কাঁচ দিয়ে। কেন একটি রংই ব্যবহার করা হয় এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বাবলু ও রমেশদের দাবি, মূলত আর্থিক কারণেই তারা নানা রঙয়ের কাঁচের চুড়ি তৈরি করতে পারেন না। কারণ নানা রঙয়ের কাঁচের চুরির দামও হয়ে যায় নানা রকম। সবচেয়ে দামী লাল কাঁচের চুড়ি। মহিলারা লালের পরই পছন্দ করেন সবুজ কাঁচের চুড়ি।

লাল কাঁচের চুড়ি মহার্ঘ্য কেন? শিল্পীরা জানিয়েছেন, সবুজ কাঁচ যেখানে ১৫০০ টাকায় ৩৭ কেজি পাওয়া যায়, সেখানে ৩৭ কেজি লাল কাঁচের দাম ৫৫০০। হলুদ কাঁচ সবচেয়ে সস্তা। ৩৭ কেজির দাম পড়ে মাত্র ১৩০০ টাকা। বাবলু জানিয়েছেন, ২৫০ থেকে ৫০০টি চুড়ি এক-একটি বান্ডিলে বাজার বা মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। ২৫০টি চুড়ির একটি প্যাকেটের দাম হয় ১১০ টাকা। বাবলু, রমেশ ও অন্যান্য শিল্পীরা জানিয়েছেন, কাঁচকে গরম করে চুড়ির আকার দেওয়ার প্রক্রিয়াটি আগে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। আগুনে তাদের জামাকাপড়ই নয়, মুখগুলিও কালো হয়ে যেত। তবে এখন আগের তুলনায় পদ্ধতি অনেক সহজ হয়েছে। লুপিন ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। আইআইটি দিল্লি এই চুড়িশিল্পীদের জন্য তৈরি করেছে ডিজাইন মেশিন। এই মেশিনে চমৎকার সব চুড়ি তৈরি হবে। তবে শিল্পীরা এই মেশিন এলেও এখনও তাদের পুরনো পদ্ধতিকে ভুলতে চান না।